TRANSLATION DEPARTMENT (DAWAT-E-ISLAMI)

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৭৮
WEEKLY BOOKLET:478

# কথাবার্তার বিপদ

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর কিতাব
"কথাবার্তার আদব" থেকে অষ্টম অংশ


| | |
|---|---|
| কথাও অধিক, ভুলও অধিক | ০৫ |
| অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের বিপদ | ০৮ |
| লোকমান হাকীম কে ছিলেন? | ১১ |
| হযরত লোকমান জান্নাতের সর্দারদের মধ্যে একজন | ১২ |



শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# কথাবার্তার বিপদ (১)

আত্তারের দোয়া: **হে আল্লাহ পাক!** যে এই পুস্তিকা **"কথাবার্তার বিপদ"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে জিহ্বার বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নসীব করো। তাকে তার পিতামাতাসহ জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশেধিকার দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরূদ শরীফের ফযিলত

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত জাবের رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর সম্মানিত পিতা হযরত সামুরাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমরা নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, এক লোক উপস্থিত হয়ে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দরবারে সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তখন নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সত্য কথা বলা ও আমানত রক্ষা করা। হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত সামুরাহ বলেন: আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ আরো কিছু ইরশাদ করুন: প্রিয় নবী

১. এই বিষয়টি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব অহেতুক "কথাবার্তা থেকে বাঁচার ফযিলত" ১৫৪ - ১৭২ থেকে নেওয়া হয়েছে।


www.dawateislami.net

ইরশাদ করলেন: অধিকহারে যিকির করা ও আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা, এই আমলটি দরিদ্রতাকে (অভাব অনটন) কে দূর করে দেয়।

(আল কৃওলুল বদী ২৭৩)

بہرِ رَفعِ مَرَض وزَحمت ورَنج وکُلفَت ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ لوگ کہاں کا تعویذ

تم پڑھو صاحبِ لَولاک پر کثرت سے دُرُود ہے عَجَب دردِ نہاں اور اَماں کا تعویذ

বাহার রফয়ে মরয ও যহ্মত ও রঞ্জ ও কুলফত

ঢুন্ডতে ফিরতে হ্যাঁয় ওহ্ লোগ কাহাঁ কা তাওয়ীয

তুম পড়হো সাহিবে লাওলাক পর কসরত সে দরূদ

হ্যায় আজব দরদে নিহাঁ আওর আমাঁ কা তা'ওয়ীয

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## মুখের বিপদ অনেক বেশি

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: জিহ্বাকে প্রতিটি জিনিস হতে অধিক নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী, (কেননা জিহ্বার বিপদ অনেক বেশি) মানুষের মাথায় গুনাহের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে জিহ্বা শরীরের সব অঙ্গের (PARTS) চেয়ে এগিয়ে থাকে। গুনাহ থেকে সব অঙ্গকে বাঁচানো জরুরী কিন্তু (অন্যান্য অঙ্গের তুলনায়) জিহ্বার সতর্কতা এবং এর উপর নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়।

## ওমর বিন আব্দুল আযীয অঝোরে কান্না করলেন

হযরত আবু আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, আমি শুনেছি, এক আলিম সাহেব হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সামনে বলতে লাগলেন: নিশ্চুপ আলিমও আলাপচারী আলিমের ন্যায় হয়ে থাকে।



www.dawateislami.net

বললেন: আমার চিন্তা ভাবনা এমন যে, আলাপচারী আলিম কিয়ামতের দিন চুপ থাকা আলিম হতে উত্তম হবে এজন্য যে, আলাপচারী আলিমের উপকারিতা লোকদের নিকট পৌঁছেছে, অথচ চুপ থাকা আলিমের শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপকার হয়। ঐ আলিম সাহেব বললেন: হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনি কি কথা বলার ফিৎনা সম্পর্কে অনবিহিত? হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এটা শুনে অঝোরে কান্না করলেন। (আস সামতে ৭/৩৪৫) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

## ঘটনার ব্যাখ্যা

**হে আশিকানে রাসূল!** আমাদের বুযুর্গদের সাবধানতা এবং আল্লাহ পাকের ভয়ের স্পৃহা মারহাবা! এতদসত্তেও এই কথার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, সতর্ক ওলামায়ে দ্বীনের ওয়ায ও নসীহত করা, শরয়ী বিধান বলা, মুবাল্লীগদের সুন্নাতে ভরা বয়ান করা, নেকীর দাওয়াত দেয়া, চুপ থাকার চেয়ে উত্তম আমল। কিন্তু ঐ আলিম সাহেবের হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ'র দরবারে শিক্ষার জন্য এটি আরয করা যে, আপনি কি কথা বলার ফিৎনা সম্পর্কে অনবিহিত? আপন জায়গায় সঠিক ছিলো আর আমীরুল মু'মিনীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ 'র আল্লাহ পাকের ভয়ে অঝোর নয়নে কান্নাও ঐ আলিমে দ্বীনের ঐ শব্দাবলীর গভীরে পৌঁছানোর কারণে ছিল। সত্যিই বলতে ভালো কথা বলা যদিও সৃষ্টির জন্য উপকার প্রদান করে কিন্তু তাতে স্বয়ং বক্তার জন্য কিছু বিপদ বিদ্যমান থাকে, যেমন: যদি ভালো মুবাল্লীগ হয় তাহলে নিজের মনোমুগ্ধকর বয়ান এবং কথাবার্তার সাবলীলতার দ্বারা অপরের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসার কারণে বা শুধু নিজের যোগ্যতার


www.dawateislami.net

অহঙ্কারের কারণে বা নিজেকে নিজে কিছু মনে করা এবং অপরকে নগন্য মনে করা বা শুধু স্বার্থের কারণে অপরকে চাপ দিতে থাকা ও নিজের বাহ-বাহ করানোর ক্ষেত্রে কঠিন বা খুব সুন্দর শব্দাবলী ও বাগধারা ইত্যাদি বলতে থাকা ইত্যাদি ফিৎনার মধ্যে পড়তে পারে। যদি আরবী কথোপকথনে দক্ষতা লাভ হয় তো কথাবার্তা ও বয়ানে নিজের আরবী ভাষার প্রশংসা লাভের জন্য ভালো আরবী উদ্ধৃতি ইত্যাদি ব্যবহারের ফিৎনায় লিপ্ত হতে পারে। এভাবে যার কণ্ঠ সুন্দর সেও বিপদের বেষ্টনীতে থাকে, যেহেতু অধিকাংশ লোকেরা এই ধরনের লোকদের প্রশংসা করে যার ফলে তারা "ফুলে ওঠে" এবং এর উপর অহঙ্কারী হয়ে যায় আর ভালো কণ্ঠকে আল্লাহ পাকের দান মনে করার পরিবর্তে নিজের যোগ্যতা মনে করে বসে (এসব লোক এ ধরনের ভুল করার আশঙ্কায় থাকে)। সুতরাং ঐ আলিমে দ্বীনের "বলার"ক্ষেত্রে সর্তক করাটা সঠিক ছিল, আর বাস্তবে যে মুবাল্লীগ বয়ান করার মন্দ বৈশিষ্ট্যাবলী ধারণ করে তার বলা তার নিজের জন্য অনেক বড় ফিৎনা ও পরকাল ধ্বংসের পাথেয় হয় যদিও তার দ্বারা সৃষ্টি উপকার লাভ করে থাকে।

## প্রভাবিত করার জন্য কথাবার্তার বিভিন্ন ধরণ অবলম্বন করা

লোকদেরকে নিজের দিকে প্রভাবিত করার জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলা ও নিজের অনুসারী বানানো অনেক বড় মন্দ কাজ। এখন যে হাদীসে পাক বর্ণনা করা হচ্ছে, তা থেকে ঐসকল লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুক যারা যদিও প্রকাশ্যভাবে নেককার কিন্তু সবসময় "আমি আমি"করতে থাকে আর লোকদেরকে নিজের সত্ত্বার প্রতি আসক্ত করার চেষ্টা করে থাকে।

**হযরত আবু হুরাইরা** رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কথাবার্তার বিভিন্ন ধরন এজন্য শিখে


www.dawateislami.net

যে, এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে কাবু করবে, (অর্থাৎ লোকদেরকে নিজের অনুসারী বানাবে) আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন না তার ফরয কবুল করবে, না তার নফল। (আবু দাউদ, ৪/৩৯১ হাদীস: ৫০০৬)

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: একটি বিষয়কে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বয়ান করা, ভালো ব্যাখ্যায় বলা, মিথ্যা কথাকে সত্য বলে প্রচার করা (অর্থাৎ যে আলিম মজাদার কথাবার্তা বলে বয়ান করে) এই জন্য শিখে যে, লোকজন তার জালে ফেঁসে যায়, লোকজন তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে যায়। (মিরআত ৬/৪৩৯)

## কথাও অধিক, ভুলও অধিক

বাচাল মিথ্যা, গীবত, চুগলী, লোকদের গালি দেয়া ইত্যাদি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এভাবে সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদশালী হওয়ার কারণে অত্যাচার ও অহঙ্কার ইত্যাদি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকে। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, (১) যে অধিক কথাবার্তা বলে তার ভুলও বেশি হয়, (২) যার সম্পদ বেশি তার গুনাহও বেশি, (৩) যার চরিত্র মন্দ হবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। (তাম্বীহুল গাফেলীন: ১১৭)

## যেমন সফর, তেমন সফরের পাথেয় হওয়া উচিত

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার ক্বা'বাতুল্লাহ শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো: যারা আমাকে চিনে তারা তো চিনে, আর যারা জানে না তারা জেনে নাও, আমি জুনদুব বিন জুনাদাহ আবু যর গিফারী। একজন সহমর্মী দয়ালু মুসলমান ভাইয়ের কাছে আসো! লোকজন আশে পাশে জমা হয়ে গেলো, তখন তিনি বলতে লাগলেন: হে লোকেরা! তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যখন দুনিয়ার


www.dawateislami.net

কোন শহরে সফরের ইচ্ছা পোষণ করে তখন সফরের পাথেয় ছাড়া সফর করে না, তাহলে ঐ ব্যক্তি কেমন যে সফরের পাথেয় ছাড়া পরকালের সফর করতে চায়? লোকজন জিজ্ঞাসা করলো: হে আবু যর! আমাদের সফরের পাথেয় কেমন হওয়া চাই? বললেন: রাতের অন্ধকারে দুই রাকাত নামায কবরের ভয়-ভীতি থেকে বাঁচার জন্য এবং অধিক গরমে রোযা রাখা কিয়ামত দিবসের জন্য; আর মিসকীনদেরকে সদকা করা, যাতে তোমরা কঠিন দিনে শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করো। আর অন্যান্য বড় বড় কাজের জন্য হজ্ব করা। দুনিয়াকে দুটি অংশে ভাগ করে নাও, একটি অংশ দুনিয়া লাভের জন্য আরেক অংশ পরকাল লাভের জন্য, এছাড়া তৃতীয় অংশ বানিয়ে নেয়া ক্ষতিকারক। এভাবে নিজের কথাবার্তাকেও দুটি ভাগে ভাগ করে নাও, প্রথমটি- যা তোমার দুনিয়ায় কাজে আসবে, দ্বিতীয়টি- যা তোমার পরকালে কাজে আসবে, আর তৃতীয়টি ক্ষতিকারক তাতে উপকার নেই। অতঃপর বলতে লাগলেন: হায়! আমাকে ঐ দিনের চিন্তা ধ্বংস করে দিয়েছে, আমার নিকট যার কোন ঔষধ নেই, আরয করা হলো: তা কী? বললেন: আমার আশা আমার বয়সের চেয়েও এগিয়ে রয়েছে আর আমি আমার আমল থেকে উদাসীন হয়ে গিয়েছি। (তাম্বীহুল গাফেলীন: ১১৮)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত পরহেযগার হওয়া সত্ত্বেও নিজের ব্যাপারে বিনয় প্রদর্শনপূর্বক বললেন যে, আমি আমার আমলের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গিয়েছি, তাহলে আমাদের কী হবে? আমরা তো কোন নেকী করতেই পারি না, আর যদি সামান্য কোন ইবাদতও করে নিই তাহলে শয়তান অন্তরে এই কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তুমি তো নেককার, তুমি ভালো মানুষ, আর শয়তানের কথায় আমরাও আনন্দ উদযাপনে লিপ্ত হয়ে যায় যে, হ্যাঁ সত্যিই আমরা ভালো


www.dawateislami.net

মানুষ, এই ঘটনা থেকে বিশেষ করে আমাদেরকে বিনয় ও নম্রতার শিক্ষা অর্জন করা চাই যে, আসলে আমরা যতই নেক কাজ করি না কেন, নিজেদেরকে গুনাহগার মনে করা উচিত।

## ঘরে সুন্নাতে ভরা পরিবেশ গড়ে তুলতে নীরবতার ভূমিকা

**হে আশিকানে রাসূল!** অপ্রয়োজনে কথাবার্তা বলা, হাসি-ঠাট্টা ও মন্দ স্বভাব পরিহার করার দ্বারা ঘরের মধ্যেও সম্মান বৃদ্ধি পাবে আর যখন ঘরের সদস্যরা আপনার চিন্তাশীলতায় প্রভাবিত হবে তখন اِنْ شَآءَ الله তাদের অন্তরে আপনার নেকীর দাওয়াত দ্রুত প্রভাব বিস্তার করবে এবং ঘরে সুন্নাতে ভরা পরিবেশ তৈরি করাটা সহজ হয়ে যাবে। যেমনিভাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নীরবতার মর্যাদা উপর করা একটি সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনে اَلْحَمْدُ لِلّٰه একজন বাচাল ইসলামী ভাই চুপ থাকার অভ্যাস গড়া শুরু করে দিল। سُبْحَانَ الله তার এর উপকারিতাও লাভ হতে লাগলো, "আবুল ফুযুল" (বাচাল) হওয়ার কারণে ঘরের সদস্যরা তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করতো কিন্তু যখন থেকে চুপ থাকা শুরু করলো, ঘরের মধ্যে তার অবস্থান সৃষ্টি হতে লাগলো, আর বিশেষ করে তার আম্মাজান যিনি তার উপর রাগান্বিত ছিলেন এখন তিনিও সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, কারণ প্রথমে তার অনেক বেশি বক বক করার অভ্যাস ছিল, সুতরাং তার ভালো কথাও প্রভাবহীন ছিল কিন্তু এখন সে আম্মাজানকে যখনই কোন সুন্নাত ইত্যাদি বলে তখন তিনি শুধু মনোযোগ সহকারে তা শুনেন না বরং আমল করার চেষ্টাও করে থাকেন।

بڑھتا ہے خَموشی سے وقار اے مرے پیارے گھر والے بھی ہو جائیں گے خوش آپ سے سارے



www.dawateislami.net

বাঢ়তা হে খামুশি সে ওয়াকার আয় মেরে পিয়ারে,
ঘর ওয়ালে ভি হো জায়েঙ্গে খুশ আপ সে সারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের বিপদ

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: তোমাদের কারো কাছে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপারে প্রশ্ন করাও অহেতুক কথার অন্তর্ভুক্ত, আর এভাবে প্রশ্ন করে তোমরা নিজের সময় নষ্ট করবে এবং অপরকেও উত্তর প্রদানের দ্বারা সময় নষ্ট করার ক্ষেত্রে অপারগ করে দিবে, আর এটাও ঐসময় যখন প্রশ্ন করার মধ্যে বিপদ না হয়, তা নাহলে অধিকাংশ প্রশ্নের মধ্যে সাধারণত বিপদ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, তোমরা কারো নিকট তার ইবাদতের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে যে, তুমি কি রোযা রেখেছো? যদি সে হ্যাঁ বলে উত্তর দেয় তবে সে নিজের ইবাদতের প্রকাশকারী হবে এবং এভাবে সেই রিয়াকারীতে পড়তে পারে। যদি সে রিয়াকারীতে না'ও পড়ে তবুও তার ইবাদত গোপন ইবাদতের রেজিষ্টার হতে মুছে দেয়া হবে, আর গোপন ইবাদত প্রকাশ্য ইবাদত থেকে কয়েকগুণ ফযিলত সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর যদি সে বলে, 'রোযা রাখি নাই তাহলে সে মিথ্যুক হবে', আর যদি সে চুপ থাকে তাহলে সে তোমাকে নগন্য ধারণাকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং এর কারণে তুমি কষ্ট পাবে আর যদি সে উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয় তাহলে তাকে কষ্ট পেতে হবে। সুতরাং তুমি একটি প্রশ্নের কারণে তাকে রিয়া বা মিথ্যা বলা বা নগন্য ধারণা করা বা উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে বাধ্য করলে।


www.dawateislami.net

এভাবে তোমার তার অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারে প্রশ্ন করাও এই গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, আর প্রত্যেক ঐ জিনিসের ব্যাপারে প্রশ্ন করা যা ঐ ব্যক্তি গোপন রেখেছে এবং তা প্রকাশ করাতে লজ্জা বোধ করে। এভাবে যদি কেউ অপরজনের সাথে কথাবার্তা বলছে আর পরবর্তীতে তুমি তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলে যে, তুমি কি বলছিলে, আর কার ব্যাপারে কথা বলছিলে? আর এভাবেই রাস্তায় তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখে তার নিকট জিজ্ঞাসা করলে যে, তুমি কোথায় থেকে আসছো? তখন অনেক সময় এমন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায় যা তাকে বলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আর যদি বলে দেয় তাহলে তাকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং লজ্জায় পতিত হতে হয়। আর যদি সে সত্য না বলে তাহলে মিথ্যুক হিসেবে পরিগণিত হবে যার কারণ হবে তুমি। এভাবেই তুমি এমন কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছো যা তোমার প্রয়োজন নেই, আর যার নিকট প্রশ্ন করেছো অনেক সময় তার মন لَاَدْرِی (অর্থাৎ আমি জানি না) বলতে প্রস্তুত থাকে না এবং সে ঐ বিষয়ে না জানা সত্ত্বেও উত্তর দিতে থাকেন। (অহেতুক প্রশ্ন করার ব্যাপারে উদাহরণসমূহ সামনে আসছে) **(ইহইয়াউল উলুম ৩/১৪০)**

## সায়্যিদুনা লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র হিকমত

হযরত সায়্যিদুনা লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র নিকট আরয করা হলো: আপনার হিকমত কী? বললেন: আমার যে জিনিসের প্রয়োজন নেই তার ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করি না, আর যে জিনিস আমাকে উপকার দেয় না আমি তাতে জড়িয়ে পড়ি না। **(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৪৫)**



www.dawateislami.net

## চুপ থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ

অহেতুক কথাবার্তা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো ঐ ধরনের প্রশ্ন নয়, কেননা সেটা দ্বারা তো গুনাহ ও ক্ষতি হয়ে থাকে। অহেতুক কথাবার্তার উদাহরণ ঐ বর্ণনায় রয়েছে যা, হযরত সায়্যিদুনা লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। যেমনিভাবে আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام 'র খেদমতে একবার হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপস্থিত হলেন, এই সময় হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام জালি বিশিষ্ট লৌহ বর্ম (যা যুদ্ধে পরিধান করতেন) তৈরি করছিলেন কিন্তু লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পূর্বে লৌহ বর্ম কিভাবে তৈরি করে তা দেখেনি, এই জন্য তিনি তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন আর এর ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাইলেন তখন "হিকমত" এর কারণে প্রশ্ন করা থেকে বিরত রইলেন। যখন হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام লৌহ বর্ম তৈরি করা থেকে অবসর হলেন তখন দাঁড়ালেন আর তা পরিধান করে ইরশাদ করলেন: লড়ায়ের জন্য লৌহ বর্ম কতোই না উত্তম পোশাক। এটা শুনে হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: চুপ থাকাই হিকমত কিন্তু তা অবলম্বনকারী কম, অর্থাৎ প্রশ্ন করা ব্যতীত তার সম্পর্কে জানা হয়ে গেলো আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন হলো না।

**(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৪৭, ইহইয়াউল উলুম আরবী ৩/১৪১)**

## অহেতুক কথাবার্তা কাকে বলে?

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বছর পর্যন্ত হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام 'র দরবারে এই ইচ্ছায় উপস্থিত হতেন যে, তিনি লৌহ বর্মের ব্যাপারে প্রশ্ন করা ব্যতীত জানবেন, এটা এবং এধরনের


www.dawateislami.net

প্রশ্নাবলী যার মধ্যে ক্ষতি ও দোষ ত্রুটি প্রকাশের সুযোগ থাকে না এমনকি রিয়াকারী ও মিথ্যায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, তো এগুলো হলো অহেতুক কথাবার্তা। আর তা ছেড়ে দেয়া ইসলামের সৌন্দর্য, এটাই হলো কথাবার্তার সংজ্ঞা। **(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৪৭)**

## হযরত লোকমান হাকীমের ব্যাপারে তথ্য

হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মর্যাদা অনেক উচ্চ ও সমুন্নত। কুরআনুল করীমের ২১ পারার মধ্যে তাঁর নামে একটি পূর্ণ একটি সূরা, "সূরা লোকমান" বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ পাক সূরা লোকমানের ১২নং আয়াতে লোকমান হাকীমের হিকমত বর্ণনা করেন:

وَلَقَدْ اٰتَیْنَا لُقْمٰنَ
الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِؕ
وَمَنْ یَّشْكُرْ فَاِنَّمَا یَشْكُرُ
لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ
اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیْدٌ ﴿۱۲﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর নিশ্চয় আমি লোকমানকে হিকমত দান করেছি যে, 'আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' এবং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের কল্যাণার্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সকল প্রকার প্রশংসায় প্রশংসিত।

## লোকমান হাকীম কে ছিলেন?

সীরাতুল জিনান ৭ম খন্ড ৪৮৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত ওয়াহাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেছিলেন যে, লোকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাগিনা ছিলেন অথচ (কুরআনুল করীমের) মুফাসসির মাকাতিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন যে, হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام 'র খালার সন্তান ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগ পেয়েছিলেন আর তাঁর থেকে জ্ঞান


www.dawateislami.net

অর্জন করেন। হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام 'র নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে ফাতাওয়া দিতেন আর যখন হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন (অর্থাৎ নবুওয়াতের ঘোষণা দিলেন) তখন হযরত লোকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়া প্রদান বন্ধ করে দিলেন। তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নবী হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এভাবে বলেছিলেন যে, তিনি হাকীম (অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী) ছিলেন, নবী ছিলেন না। **(তাফসীরে বাগভী ৩/৪২৩, তাফসীরে মাদারিক, পৃষ্ঠা: ৯১৭)**

## হযরত লোকমান জান্নাতের সর্দারদের মধ্যে একজন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সুদানীদের সংস্পর্শ অবলম্বন করো কেননা তাঁদের মধ্যে তিন জন ব্যক্তি জান্নাতের সর্দারদের অন্তর্ভুক্ত। (১) হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (২) হযরত নাজ্জাশী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (৩) মুয়াযযিনে রাসূল হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। **(মুজামুল কবীর, ১১/১৫৮, হাদীস: ১১৪৮২)**

## হিকমতের ৪টি সংজ্ঞা

হিকমতের কিছু সংজ্ঞা (DEFINITIONS) রয়েছে, যার মধ্য থেকে সীরাতুল জিনান ৭ম খন্ড ৪৮৪ পৃষ্ঠায় এই চারটি সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে: (১) হিকমত জ্ঞান ও বোধশক্তিকে বোঝায় (২) হিকমত ঐ ইলম যে অনুযায়ী আমল করা হয় (৩) হিকমত মা'রিফত (অর্থাৎ পরিচিতি) এবং কাজের দৃঢ়তাকে বলে (৪) হিকমত এমন একটি জিনিস, আল্লাহ পাক তা যার অন্তরে রেখেছেন এটি তার অন্তরকে আলোকিত করে দেয়।

**(তাফসীরে খাযিন ৩/৪৭০)**


www.dawateislami.net

## হযরত লোকমান চিকিৎসা (ঔষধ) প্রদানেরও হাকীম ছিলেন

হযরত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রূহুল বয়ানে লিখেন: হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিকিৎসা (MEDICAL) ও বাস্তবিক ইলম এবং হিকমতের হাকীম ছিলেন। (তাফসীরে রূহুল বয়ান ৭/৭৩)

## টয়লেটে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার বিভিন্ন ক্ষতি

হযরত ইকরামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, তাঁর মুনিব টয়লেটে গেলেন তখন দীর্ঘক্ষণ সময় নিলেন, হযরত লোকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আওয়াজ দিলেন: এখানে দীর্ঘক্ষণ বসার কারণে লিভারের ক্ষতি হয় ও অর্শরোগ সৃষ্টি হয়, আর গরমে মাথা চড়া হয়ে যায়, কিছু সময়ের জন্য টয়লেটে বসো এবং তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে চলে আসো। হযরত লোকমানের এই ব্যবস্থাপত্র লিখে দরজায় ঝুলিয়ে দেয়া হলো। (তাফসীরে দুররে মানসুর ৬/৫১০)

## জিহ্বা ও হৃদপিন্ড বিকৃত হয়ে গেলে তো!....

হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুনিব বললো: ছাগল যবেহ করে তার সবচেয়ে উত্তম দুটি অংশ নিয়ে আসো, তিনি জিহ্বা ও হৃদপিন্ড বের করে নিয়ে আসলেন। কিছু দিন পর মুনিব দ্বিতীয়বার বললো: ছাগল যবেহ করে তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুটি অংশ নিয়ে আসো, তিনি জিহ্বা ও হৃদপিন্ড নিয়ে উপস্থিত হলেন। মুনিব জিজ্ঞাসা করলে হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যদি জিহ্বা ও হৃদপিন্ড বিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে সব বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যদি এই দুটি বিকৃত হয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে মন্দ আর কোন জিনিস হতে পারে না। (তাফসীরে তাবারী ১০/২০৯)


www.dawateislami.net

## অহেতুক প্রশ্নের উদাহরণ

✶ বিনা প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা করা: এটা কতো দিয়ে নিয়েছেন? ঐটা কতো দিয়ে পেলেন? অমুক জায়গার ফ্ল্যাটের মূল্য কতো চলছে? ✶ কারো ঘরে যাওয়া বা কেউ নতুন ঘর নিয়েছে তখন প্রশ্ন করা যে, কতো দিয়ে নিয়েছো? কতোটি কক্ষ রয়েছে? ✶ ভাড়া কতো? জায়গার মালিক (LANDLORD) কেমন? (ঘরের মালিক সম্পর্কে প্রশ্ন করা অনেক সময় আল্লাহর পানাহ! গীবত, অপবাদের দরজা খোলার কারণ হতে পারে, যেমন: কখনো কোন এমন গুনাহে ভরা উত্তরও পাওয়া যেতে পারে, আমাদের ঘরের মালিক অনেক কড়া স্বভাব/ নির্দয়/ জেদি/ সন্ত্রাসী/ অহংকারী/ আত্মম্ভরী/ কৃপণ) ইত্যাদি ✶ সাক্ষাৎ হলে জিজ্ঞাসা করা: আপনার বাচ্চা কয়টা? বড় ছেলে (বা মেয়ের) বয়স কতো? তার কি বিবাহ হয়েছে নাকি হয়নি? ✶ এভাবে যখন নতুন দোকান, কার বা মোটর সাইকেল ইত্যাদি ক্রয় করলে তখন বিনা প্রয়োজনে ক্রেতার কাছ থেকে তার মূল্য, টেকসই বা শক্তি, নগদ, ঋণ, কিস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা। ✶ অসহায় রোগী, যার থেকে কথা পর্যন্ত বের হয় না তাকে সমবেদনাকারীরা বিনা প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন ও ঔষধ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা। আর যদি অপারেশন হয় তাহলে আঘাতের সেলায়ের (STITCHES) সংখ্যা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা, এমনকি গোপন জায়গায় যদি সমস্যা হয় তাও অনেকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করে না। এভাবে মহিলারাও অহেতুক প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে নেই ✶ গ্রীষ্ম ও শীতের মৌসুমে তার তীব্রতা কম বা বেশির বিষয়ে বিনা প্রয়োজনে এভাবে কথাবার্তা বলা যেমন: গ্রীষ্মের মৌসুমে বাচালের "উফ উফ" করে এভাবে বলা: এক তো আজকাল খুব গরম পড়ছে আর এ দিকে বিদ্যুৎ বার


www.dawateislami.net

বার আসছে আর যাচ্ছে ✶ এভাবে শীতকালে অভিনেতার ন্যায় দাঁত খিঁছিয়ে বলা: আজ তো তীব্র শীত পড়ছে ✶ যদি বর্ষা মৌসুম হয় তখন বিনা প্রয়োজনে তার বিষয়েও মন্তব্য করা: যেমন: আজকাল তো প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে, চারিদিকে জলাবদ্ধতা হয়ে গিয়েছে, প্রশাসন বা ব্যবস্থাপক ময়লা পরিষ্কার করানোর ব্যাপারে মনোযোগও দিচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি ✶ এভাবে দেশের ও রাজনৈতিক অবস্থার বিষয়ে সংশোধনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য করা, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির কারণ ব্যতীত সমালোচনা করা ✶ কোন শহর বা দেশে সফর কেমন হয়েছে, তবে সেখানকার পাহাড় ও সবুজ তৃণ ভূমির অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যাবলী, জায়গা ও রাস্তার বিস্তারিত অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা ইত্যাদি ইত্যাদি এসব অহেতুক কথাবার্তা নয় তো আর কী? তবে এটা মনে রাখবেন! অহেতুক কথাবার্তার যে উদাহরণ আমি উপস্থাপন করেছি সে অনুযায়ী যদি আমরা কাউকে কথা বলতে দেখি তাহলে নিজেকে নিজে কু-ধারণা থেকে বাঁচান কেননা অনেক সময় যে কথাবার্তা আমাদের অহেতুক মনে হচ্ছে তা বক্তা কোন সঠিক উদ্দেশ্যও বলতে পারে যার কারণে অহেতুক কথা হবে না। মুবাহ জিনিস (অর্থাৎ যাতে না সাওয়াব আছে না গুনাহ) ভালো নিয়তে করার দ্বারা সাওয়াব লাভের মাধ্যম হয়ে থাকে।

## অহেতুক কথাবার্তায় মিথ্যা বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচানো কঠিন

এটা মনে রাখবেন! অহেতুক কথাবার্তা বলা গুনাহ নয় কিন্তু অহেতুক কথাবার্তা ঐ অবস্থায় অনর্থক হয় যখন কম বেশি হওয়া ব্যতীত ১০০% বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। দুশ্চিন্তার বিষয় হলো এটাই যে, এভাবে কথাবার্তাকে পরিমাপ করে সঠিক বর্ণনা করা যে, "অহেতুক" এর সীমা


www.dawateislami.net

অতিক্রম না করা, এটা খুব কঠিন কাজ, বারবার মিথ্যার বাড়াবাড়ি (অর্থাৎ মূলের বিপরীত সীমা অতিক্রম করে বাড়িয়ে কমিয়ে বর্ণনা করা) হয়ে যায়, কখনো অহেতুক আলাপকারী গীবত, অপবাদ ও অন্যায়ভাবে কষ্ট প্রদানকারী ইত্যাদির জলাভূমিতে গিয়ে পতিত হয়। সুতরাং চুপ থাকার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে, **এক চুপ শত সুখ**।

## এলাকায় দ্বীনি পরিবেশ তৈরিতে নীরবতার ভূমিকা

এক ইসলামী ভাই "দা'ওয়াতে ইসলামীর" সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় চুপ থাকা সম্পর্কে সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনার পূর্বে দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক অহেতুক আলাপচারী ছিলো। অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিলো না, যখন তিনি চুপ থাকার চেষ্টা শুরু করলেন, দৈনিক এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করা নসীব হতে লাগলো, এর পূর্বে তার মূল্যবান সময় এদিক সেদিক অহেতুক কথাবার্তার মধ্যে নষ্ট হয়ে যেত। তিনি চুপ থাকার চেষ্টা শুরু করার পর বারো দিনে পঠিত ১২ হাজার বার দরূদ শরীফের সাওয়াব সগে মদীনা(অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত)কে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। তার কথাবার্তার মেজাজের কারণে উল্টা-পাল্টা কথার ফলশ্রুতিতে তার যেলী হালকার মধ্যে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজেও ক্ষতি হতো। পূর্বে তার হালকার মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ মীমাংসা করার জন্য মাদানী মাশওয়ারা হয়। কল্যাণই কল্যাণ যে, তার চুপ থাকার ফলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه সকল ঝগড়া সহজেই শেষ হয়ে গেলো। তার নিগরান আনন্দিত হয়ে তাকে স্বাভাবিকভাবে কিছু এভাবে বললো: আমার খুব ভয় হয়েছিল যে, হয়তো আপনি তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিবেন এবং কথার দ্বন্দ্বকারীতে পরিণত হবেন


www.dawateislami.net

কিন্তু আপনার নীরবতা অবলম্বনের নিয়ামত আমাকে প্রশান্তি দিয়েছে। আসল বিষয় হলো এটাই যে, এর পূর্বে তার অহেতুক কথাবার্তা ও বক বক করার বদ অভ্যাসের কারণে মাদানী মাশওয়ারা ইত্যাদির পরিবেশ নষ্ট হয়ে যেত।

## দ্বীনি কাজের জন্য মাদানী হাতিয়ার

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** শুনলেন তো আপনারা? অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচা দ্বীনি কাজের জন্য কেমন উপকারী, সুতরাং যে সুন্নাতের মুবাল্লিগ তাকে তো বিশেষ করে সবসময় নম্র ও কম আলাপচারী হওয়া উচিত। যে বক বক করে, অধিক আলাপচারী, অপরের কথা কর্তনকারী, বারবার মধ্যখানে কথা বলে, কথায় কথায় আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ককারী এবং অধিক ভুল অন্বেষণকারী, তাদের কারণে দ্বীনি কাজের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, কেননা নীরবতা যা শয়তানকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়ার উত্তম হাতিয়ার, এটা থেকে অধিক আলাপচারী ব্যক্তি বঞ্চিত থাকে, হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ওসিয়ত করার সময় নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অধিকহারে চুপ থাকাকে আবশ্যক করে নাও, এর মাধ্যমে শয়তান পালিয়ে যাবে এবং তুমি দ্বীনের কাজে সহায়তা পাবে। (শুয়াবুল ঈমান ৪/২৪২, হাদীস: ৪৯৪২)

اللہ اِس سے پہلے ایماں پہ موت دیدے نقصاں مِرے سبب سے ہو سنّتِ نبی کا

**আল্লাহ ইস সে পেহলে ঈমান পে মাওত দে দে,**
**নোকসান মেরে সবব সে হো সুন্নাতে নবী কা।**

(ওয়াসায়িলে বখশিশ: ১৭৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

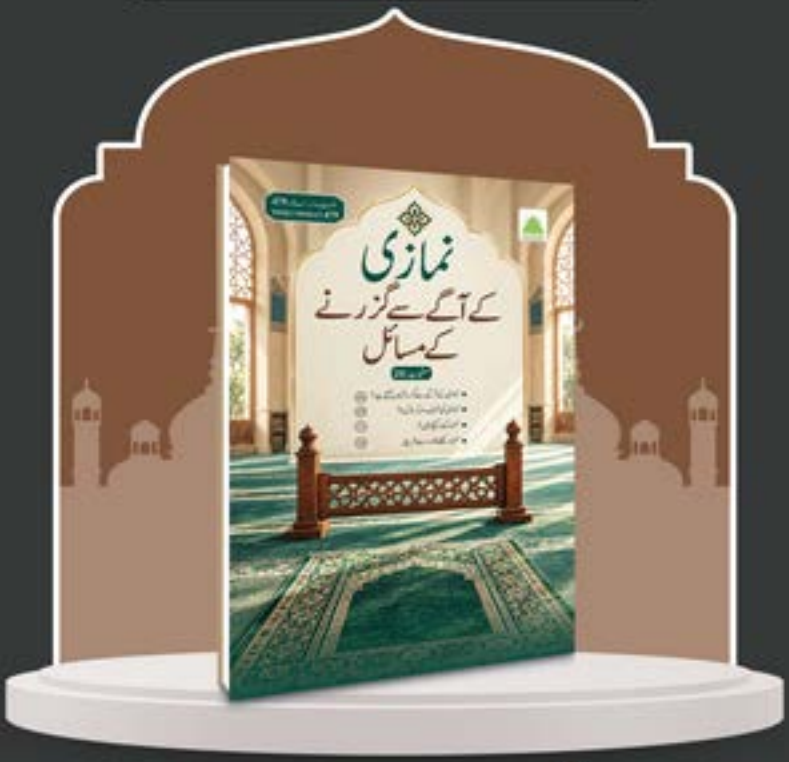

www.dawateislami.net

# সূচিপত্র

আত্তারের দোয়া .....১
দরূদ শরীফের ফযিলত .....১
মুখের বিপদ অনেক বেশি .....২
ওমর বিন আব্দুল আযীয অঝোরে কান্না করলেন .....২
ঘটনার ব্যাখ্যা .....৩
প্রভাবিত করার জন্য কথাবার্তার বিভিন্ন ধরণ অবলম্বন করা .....৪
কথাও অধিক, ভুলও অধিক .....৫
যেমন সফর, তেমন সফরের পাথেয় হওয়া উচিত .....৫
ঘরে সুন্নাতে ভরা পরিবেশ গড়ে তুলতে নীরবতার ভূমিকা .....৭
অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের বিপদ .....৮
সায়্যিদুনা লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র হিকমত .....৯
চুপ থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ .....১০
অহেতুক কথাবার্তা কাকে বলে? .....১০
হযরত লোকমান হাকীমের ব্যাপারে তথ্য .....১১
লোকমান হাকীম কে ছিলেন? .....১১
হযরত লোকমান জান্নাতের সর্দারদের মধ্যে একজন .....১২
হিকমতের ৪টি সংজ্ঞা .....১২
হযরত লোকমান চিকিৎসা (ঔষধ) প্রদানেরও হাকীম ছিলেন .....১৩
টয়লেটে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার বিভিন্ন ক্ষতি .....১৩
জিহ্বা ও হৃদপিন্ড বিকৃত হয়ে গেলে তো! .....১৩
অহেতুক প্রশ্নের উদাহরণ .....১৪
অহেতুক কথাবার্তায় মিথ্যা বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচানো কঠিন .....১৫
এলাকায় দ্বীনি পরিবেশ তৈরিতে নীরবতার ভূমিকা .....১৬
দ্বীনি কাজের জন্য মাদানী হাতিয়ার .....১৭


www.dawateislami.net

# আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা




## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

**হেড অফিস :** ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

**E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net**